



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Khutbah

30 May 2025 / 2 Zulhijjah 1446H

ইস্তিতাহ ধারণাটি বোঝা ও ফিলহজ্জ মাসকে উজ্জীবিত করে তোলা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي مَنَّ عَلٰی مَنْ شَاءَ بِحَجِّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ، وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْمَقَامِ، وَاشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَخَاتَمُ
الرُّسُلِ الْكَرَامِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَزْوَاجِهِ
وَاَصْحَابِهِ الْقِيَامِ. اَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ. قَالَ تَعَالٰی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হউন, তিনি এমন একজন যিনি আপনার
অন্তরের সকল ইচ্ছা, সকল বাসনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকেন। তাঁর দেয়া সকল আদেশ পালন করে
এবং সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেকে দূরে রেখে তাঁর প্রতি তাকওয়া প্রদর্শন করুন। হে অত্যন্ত
গৌরবোজ্জ্বল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আমাদের তঁাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাঁরা আপনার সন্তুষ্টি
লাভ করেছেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আমরা এখন পেয়েছি জিলহজ্জ মাস। এটি অত্যন্ত রহমতের মাস। এছাড়া, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার চারটি অতি প্রিয় মাসগুলির একটি পবিত্র মাস হিসাবে এটি পরিচিত। মক্কার পবিত্র ভূখণ্ডে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পবিত্র মাসে একত্রিত হয়েছেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ডাকে সাড়া দিয়ে হজ্জ পালন করতে যা কিনা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হিসাবে পরিচিত। সূরা আল ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

অর্থঃ এতে রয়েছে মকামে ইব্রাহীমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে লোক তা মানেন না। আল্লাহর সারা বিশ্বের কোন কিছুই পরোয়া তিনি করেন না। (সূরা আল-ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াত)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রিয় বান্দা ভাইয়েরা আমার,

এই আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইবাদত পালনে কার কতটা সক্ষমতা আছে বিশেষ করে হজ্জ পালনে কতটা সক্ষমতা আছে, এ ব্যাপারে গভীর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এইখানেই ইসলামী আইনশাস্ত্রের সৌন্দর্য বিরাজিত। এটা কারো ওপর কোন চাপের সৃষ্টি করে না। বরং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অধীনতা পালন সহজ করে দেয়।

আমাদের অন্য ইবাদত পালন যেমন নামাজ পড়ার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখব, এটা কেবলমাত্র আমাদের ক্ষমতার মধ্যে থাকলেই তা পালন করার কথা বলা আছে। যেমন, কেউ যখন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন না, তাঁর জন্য বসে নামাজ পড়ার বিধান আছে।

আর রমযান মাসে রোজা পালন বিষয়ে বলা আছে, যাঁদের শরীরে অসুস্থতা আছে তাঁদের জন্যেও ইসলামে ছাড় দেয়ার বিধান আছে। যেমন তাঁরা রমযান মাসে অসুস্থতার জন্য রোজা করতে না পারলে অন্য সময় যখন তিনি সুস্থ থাকবেন তখন রোজা পালন করে নিতে পারবেন। আসলে, অসুস্থতা বা বার্ষিক্যের কারণে যাঁরা রোজা পালন করতে পারছেন না, তাঁরা ক্ষতিপূরণস্বরূপ “ফিদিইয়া” দিতে পারেন আর এর মাধ্যমেই তাঁরা রোজা পালনের ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে পারেন।

একই ধারণা হজ্জের ব্যাপারেও বলা আছে। আমি নিশ্চিত আমাদের প্রত্যেকে জীবনে অন্ততঃ একবারের জন্যে হলেও হজ্জ পালন করতে আগ্রহী। আবার একই সাথে, কোরানে এটা বলা আছে যে, যাঁরা হজ্জ পালনে সক্ষম, কেবল তাঁরাই হজ্জ করবেন।

মহান আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা’আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকে আমরা এ ব্যাপারে আরো গভীরভাবে আলোচনা করব। আসলে, ইস্তিতাহ শব্দের অর্থ কি? সক্ষমতা? যখন এই ব্যাপারটি হজ্জের প্রসঙ্গে আসে, তখন কি তা কেবল অর্থনৈতিক সক্ষমতার কথা বলে?

প্রয়াত শেখ ওয়াহবাহ আজ জুহাইলি রচিত আল ফিক আল ইসলামী ওয়া আদিব্লাতুহ গ্রন্থে হজ্জ পালনে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বা সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে বলা আছে, এছাড়া এখানে শারিরীক সক্ষমতা ও নিরাপত্তার বিষয়েও উল্লেখ করা আছে।

ইস্তিতাহ সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে যে, হজ্জের প্রাথমিক প্রস্তুতিগ্রহণসহ হজ্জ পালন শেষ করে ঘরে ফেরা পর্যন্ত সকল খরচ নিজে বহণ করাকে ইস্তিতাহ বোঝানো হয়। এবং যদি হজ্জ পালনকারী একজন

মানুষ পিতা বা স্বামী হন, তবে সংসারের সমুদয় খরচ বহণ করার ক্ষমতাও এই ইত্তিতাহয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ধরতে হবে।

শারিরীক সক্ষমতা বলতে বোঝানো হয়েছে হয়েছে যাদের দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য এবং কিস্বা বয়সজনিত শারিরীক সমস্যা থাকে তাহলে তাঁদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা থাকলেও তাঁদের জন্য হজ্জ পালন বাধ্যতামূলক হয় না।

সক্ষমতার তৃতীয় বিষয়টি হলো নিরাপত্তার ব্যাপারটি অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। গতবছরের হজ্জে যে দুঘটনাটি ঘটেছিল, যেখানে অতিরিক্ত গরমের কারণে এক হাজারের বেশী লোকের মৃত্যুবরণের ঘটনাটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার রহমতপ্রাপ্ত উপস্থিত সুধী,

আমাদের মধ্যে যাঁদের এখনও হজ্জ পালন করার সুযোগ হয়নি, তাঁরা সেইজন্য মন খারাপ করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বোত্তম ন্যায়বিচারকারী এবং আমাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছার সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত আছেন। আমার আশা করি যে আমরা যতগুলি সং ইচ্ছা পোষণ করি তার সবগুলিই পুরস্কৃত হবে। এটা রাসুল (সঃ) এর একটি বানীর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ যার অর্থ, “কেউ যদি একটা ভাল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু তা করতে না পারে, তবুও আল্লাহ সেই ইচ্ছাকে একটি পূর্ণ পুরস্কার হিসাবে গণ্য করেন”। (ইমাম আল-বুখারী এবং ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদীস)

আমাদের যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে কিন্তু স্বাস্থ্যগত অসুবিধা আছে, তাদেরও সুযোগ আছে বদল হজ্জের মাধ্যমে ইসলামের এই পঞ্চম ফরজ পালন করার।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা,

আমরা যেখানেই থাকি না কেন, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন আমাদের জন্য অনেক অনেক পুরস্কার লাভের একটা সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। যেসব প্রার্থনার মধ্যে আমরা আমাদেরকে লিপ্ত করতে পারি তার একটা হল জিকির বা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করা। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর একটি বাণীর অর্থ, “আল্লাহর কাছে জিলহজ্জের এই দশদিনের চেয়ে ভাল দিন আর নেই, আর কোন দিন নেই যেদিন আমাদের ভাল কাজগুলি তাঁর কাছে বেশী প্রিয়। কাজেই এই দিনগুলিতে বেশী বেশী করে তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ কর ।” (ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত)

আমরা আরাফার দিনে বা জিলহজ্জ মাসের নবম দিনে রোজা রাখতে পারি, এবং ঐদিন বেশী বেশী ইবাদত করতে পারি। আল্লাহর রাসুল (সঃ) কে একবার আরাফার দিনে রোজা রাখার উপকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন,

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

যার অর্থঃ “এর ফলে পূর্ববর্তী বছরের এবং আগামী বছরের পাপ মোচন হয়ে যায়।” (ইমাম মুসলিম বর্ণিত)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার রহমতপ্রাপ্ত উপস্থিত সুধী,

দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার মাঝে আসুন আমরা কিছুটা সময় আলাদা করে রাখি আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের উন্নতিসাধনের জন্য। তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এবং একমাত্র তিনিই সকল ব্যাপারে আমাদের একমাত্র আরাধ্য।

জিলহজ্জ মাসের শুরুতে আসুন আমরা আমাদের অবস্থা পর্যালোচনা করার, ইবাদত করার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করার, এবং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ইবাদত পালন বৃদ্ধি করার সুযোগ গ্রহণ করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তাআলা যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলি কবুল করেন এবং আমাদের জন্য তাঁর পথে সঠিকভাবে পরিচালিত বান্দাদের পর্যায়ে যাওয়ার পথকে সুগম করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

SECOND KHUTBAH

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى
فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ
فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ
وَعَلِيٍّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقُرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنْ مَعَهُم
وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত উপস্থিত সুধী,

আসুন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার নিকট আমাদের প্রার্থনার হাত দুটি তুলি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে, গভীর আশা নিয়ে যে মহান আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা যেন আমাদের সকল আর্জি গ্রহণ করেন। এটা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার নিকট তাঁর বান্দার আকুতি আর তার বান্দার যত ভুল-ভ্রান্তি থাকুক না কেন, তিনি তো সর্বশ্রোতা। আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের গাজাবাসী ভাই-বোন্দের জন্য যাঁরা নিরন্তর সেখানে কঠিন জীবনযাপন করে যাচ্ছেন। এখন এমন একটা সময় যখন মানুষের নিকট থেকে সেখানে যে কোন সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তখন আমরা সারা বিশ্বের অধিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার নিকট আসি- তিনি একজন যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসকের চেয়েও অধিক ক্ষমতার মালিক, যে কোন সেনাবাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী, তিনি যেন গাজাবাসী ভাই-বোনদের ওপর তাঁর সাহায্যপ্রদান অব্যাহত রাখেন।

হে আল্লাহ, হে সর্বশ্রবণকারী যিনি তাঁর বান্দার প্রতিটি ফিসফিসানিও শুনে থাকেন। আমাদের আপনার ক্ষমা প্রদর্শন করুন। মূলতঃ আমরা আপনার সামান্য বান্দা যাঁরা প্রায়ই অনেককিছু ভুলে যাই এবং ভুল-ভ্রান্তি করে থাকি। আমাদের অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের ভবিষ্যতের পাপও ক্ষমা করবেন। জেনে করা পাপ এবং জানার বাইরে করা পাপ আপনি ক্ষমা করবেন। আপনি আমাদের সকল ছোট পাপ ক্ষমা করে দেবেন, বিশাল সমুদ্রের সমান পাপও ক্ষমা করে দেবেন। এবং এই সকল পাপ যেন আপনার প্রতি আমাদের ইবাদত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

হে আল্লাহ, সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা, আমরা জানি আপনার রহমতপ্রাপ্ত বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তে আপনি আপনার সকল বান্দার মিনতির জবাব দেন, আমরা আপনার নিকট আন্তরিকতা ও নম্রতার সাথে অবনত হয়ে আপনার একটু করুণার জন্য মিনতি জানাই। হে সর্বতোম ক্ষমাশীল, পৃথিবীর সকল নিপীড়িত ভাই-বোনকে আপনি সাহায্য করুন, বিশেষ করে যারা গাজা এবং প্যালেস্টাইনে অবস্থিত আছেন।

হে আল্লাহ, হে মান্নান, তাঁদের ভার আপনি লাঘব করে দেন, সহিংসতা ও ক্ষতি থেকে আপনি তাঁদের রক্ষা করুন, অসুস্থ ও আহতদেরকে আপনি সারিয়ে তুলুন এবং ক্ষুধার্ত ও তৃষণার্তকে খাদ্য দান করুন।

হে মহান আল্লাহ, হে লতিফ, হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের এই পৃথিবী আমাদের জন্য কল্যাণকর হিসাবে প্রদান করেছেন, এবং পরকালেও তাঁদের জীবন কল্যাণকর করবেন এবং তাঁদেরকে আপনার জান্নাতী ভালবাসায় ঘিরে রাখবেন এবং আপনার সাহায্য ও সহযোগিতায় আপনার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসাও দৃঢ় মজবুত করুন।

ইয়া আল্লাহ। ইয়া হে দজ্জাল, ইজ্জি ওয়াসসুলতান তাঁদের সকল ভয় ভীতিকে নির্ভীকতায়, কঠিন অবস্থাকে সহজ অবস্থায়, তাদের সকল দুশ্চিন্তাগুলিকে প্রশান্তিতে এবং সকল দুঃখগুলিকে আনন্দে পরিণত করুন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَخْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

